একক ৪ □ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও প্রবন্ধ

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা ঃ গল্প
৪.২ গল্প পাঠ ও আলোচনা
৪.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তালিকাসূচি
৪.৪ প্রস্তাবনা ঃ প্রবন্ধ
৪.৫ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা
৪.৬ অনুশীলনী
৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ প্রস্তাবনা

"গল্পগুচ্ছ আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তাই।"—বুদ্ধদেব বসুর (রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য) এই মন্তব্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভুবন আলোকিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের হাতেই রচিত হয়েছিল যথার্থ বাংলা ছোটগল্প। তাঁর আগে ও জাতীয় রচনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হলেও এবিষয়ে সকলেই একমত যে তিনিই বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের স্রষ্টা। প্রধানত সাময়িক পত্র-পত্রিকার তাগিদে তাঁর গল্প লেখা শুরু হয়, যদিও সেই উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে তিনি অসামান্য ছোটগল্পের সায়কে লক্ষ্যভেদ করেন সাহিত্যক্ষেত্রে। তাঁর রচিত জীবনরস নিটোল ছোটগল্পগুলি সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ।

যৌবনে পদ্মার বুকে সঞ্চরমান তরুণ কবিকে যখন মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে জাগিয়ে রাখছিলো তখনই শুরু হয়েছিল তাঁর ছোটগল্পের ধারা। একই সময়ে লিখিত ছিন্নপত্রের চিঠিতে দেখি তাঁর আত্মকথন—

> "এক এক সময় মনে হয়, আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।"
>
> (ছিন্নপত্র—৩০শে আষাঢ় ১৮৯৩)

এই পর্বে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে যেন সঞ্চিত আছে কবিহৃদয়ের সেই সুখানুভূতি যা বাস্তব প্রেক্ষিতে স্থাপিত হয়ে অনন্য রসমাধুরী লাভ করেছে।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ রবীন্দ্র ছোটগল্পসমূহকে সাতটি বিভিন্ন পর্বে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল—সূচনাপর্ব, হিতবাদীপর্ব, সাধনা-ভারতীপর্ব, সন্ধিপর্ব, সবুজপত্রপর্ব, লিপিকাপর্ব ও অন্ত্যপর্ব।

প্রথম পর্বের গল্পের সঙ্গে অন্ত্যপর্বের গল্পের রচনারীতিতে অনেক পার্থক্য দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে মানব মনস্তত্ত্বের অনবদ্য রূপায়ণ রূপে তাঁর গল্পগুলি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবাহী। সমালোচকের মন্তব্যের সঙ্গে আমরাও সহমত যে—

> "তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) ছোটগল্পের মতো একাধারে, একই কাঠামোর মধ্যে, কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রসৃষ্টি, নাটকীয়তা ও কবিত্ব, সমাজস্বদেশ ও বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য বেদনার এমন অপূর্ব

উদ্‌ঘাটন এবং মানবমনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপায়ণ বাংলাসাহিত্যে অন্যত্র দূরের কথা, রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরল।"

(অজিত দত্ত—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প')

৪.২ গল্পপাঠ ও আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণি' ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি গল্পরচনার প্রথম প্রয়াস মাত্র, রবীন্দ্রনাথ একে ছোটগল্পের যথোচিত মূল্য দিতে অস্বীকার করেন, তাই গল্পগুচ্ছে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প—'ঘাটের কথা'। ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকরা অনেকেই এটিকে ছোটগল্পের পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে গল্পচিত্র বা গল্পাভাস বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে প্রাচীন এক ভাঙা ঘাটের রূপকে জীবনের সুখদুঃখময় কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। কবির অনুভব ও গল্পকারের জীবনমুখী দৃষ্টি সমন্বিত হয়ে নিটোল একটি ছোটগল্পরূপে 'ঘাটের কথা' বাণীমূর্তি লাভ করেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাট যেন প্রাচীন কোনো কথক—যে শুনিয়ে চলেছে সুখ-দুঃখ স্মৃতি-বিস্মৃতি জড়িত অনেক পুরোনো কথা। সেই স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই কুসুম নামের মেয়েটিকে, দেখতে পাই নবীনকান্তি সন্ন্যাসীকে। গল্পের সমাপ্তিতে জেগে থাকে একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ—গল্পটি লীরিক ব্যঞ্জনায় মধুর হয়ে ওঠে।

সূচনাপর্বের অন্য গল্প—'রাজপথের কথা'। প্রথম দুটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ আত্মকথনরীতি ব্যবহার করেছেন। দুটিতেই আছে পথের কথা—প্রথমটিতে ঘাটের বর্ণনায় পায়ে চলার পথ এবং দ্বিতীয়টিতে রাজপথের বর্ণনায় পথিক মানুষের চলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। এ গল্পটি আদিতে বিচিত্রপ্রবন্ধে সংকলিত হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'রাজপথ'। শেষে অবশ্য কবি স্বয়ং একে গল্প অভিধা দান করেছেন।

দুটি রচনা ঘাটের কথা ও রাজপথের কথার প্রায় সাত বছর পরে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র ছোটগল্প রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। এই পর্বে দেনাপাওনা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, পোস্টমাস্টার, ব্যবধান ও গিন্নি গল্প রচিত হয়েছিল। এই সময় ছিল রবীন্দ্রজীবনে শিলাইদহ পর্ব—যখন বোটে করে পদ্মার বুকে ভাসমান অবস্থায় তিনি গ্রামবাংলার জীবনের মুখ দেখেছেন। পোটমাস্টার গল্পে তার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়। এই গল্পের বীজ ছিন্নপত্রে চিঠিতে প্রচ্ছন্ন আছে। সাহজাদপুরের এক পোস্টমাস্টারের সঙ্গে সেসময় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে ভেবেই পোস্টমাস্টার গল্পটির সূচনা। অবশ্য এর বিস্তার ও পরিণতির ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনাই ছিল প্রধান।

'দেনাপাওনা' গল্পটি বাংলায় বধূনির্যাতন ও পণপ্রথা সম্পর্কিত নিষ্ঠুর বেদনাকরুণ কাহিনীর নিপুণ চিত্রায়ণ।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত সাধনা-ভারতী পর্ব। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' দিয়ে এই পর্বের শুরু। আবার এই গল্পেই প্রথম প্রমত্তা পদ্মানদীর আবির্ভাব ঘটলো রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে। শিলাইদহে বোটে সঞ্চরমান কবির কাছ পদ্মা যে একটি বিশেষ ভূমিকায় প্রবহমান, তা তাঁর সাহিত্যে বারেবারে নানাভাবে প্রভাব রেখে গেছে। এই গল্পে পদ্মা যেন মৃত্যুরূপা—সমালোচক এই মন্তব্য করে পদ্মার জলরাশির মধ্যে খোকাবাবুর হারিয়ে যাওয়াকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই গল্পে প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ও অন্তর্লোকের জটিলতা মিশে গেছে। এর মধ্যে লেখকের সত্যদৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। রোম্যান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন না হয়ে তা যেন বাস্তবের অনুলিখন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে বাস্তব নির্মম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের লীরিকধর্মী গল্পের পাশাপাশি এই গল্পটিতে নিষ্ঠুরতার এক বীভৎস ছবি লক্ষ্য করা যায়। যখের ধন-এর লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এ গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। কিন্তু নির্মম প্রথার বর্ণনা ছাড়িয়ে গল্পটি অসামান্য ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করে ছোটগল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

শিক্ষিত নাগরিক সাহিত্য পাঠকের কাছে পল্লীজীবনের এই চিত্র, এই গ্রামীণ সংস্কার অজানা ছিল। জমিদারির কাজে রবীন্দ্রনাথকে যখন পল্লী প্রকৃতি ও সমাজের কাছাকাছি যেতে হলো—তখনই তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবনদৃষ্টি দিয়ে তিনি পল্লীজীবনের দুঃখসুখ আনন্দবেদনার ছবিকে প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রকম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে, কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ, রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটিই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে"

গল্পগুচ্ছের অন্যতম গল্প 'দালিয়া'-তে ইতিহাসের ভগ্ন এক টুকরো থেকে এমনই গল্পাভাস খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্রাট সাজাহানের পুত্র শাহসুজার ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী সূত্রে মোগল হারেম থেকে আরাকান রাজপরিবার পর্যন্ত পটভূমিতে বিস্তৃত এই গল্পে আছে এক মধুর প্রেমকথা, যা পাঠককে নাটকীয় চমৎকারিত্বে মুগ্ধ করে রাখে।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুরাশা' গল্পের পটভূমি-ও ঐতিহাসিক। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গল্পে মাত্র চারদশক পূর্বের ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট বর্ণিত। বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর জীবনকথায় দেখি রোম্যান্সের কল্পলোককে ভেঙে দিয়েছে নির্মম জীবনসত্য। আচারধর্ম, সংস্কার ও হৃদয়ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতময় এমন ট্র্যাজেডি সাহিত্যে অল্পই দেখা যায়।

এই পর্যায়ে রচিত প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প-কঙ্কাল। ব্যক্তিগত বাল্য-স্মৃতির অনুষঙ্গে রচিত গল্পটি আসলে এক প্রেমবঞ্চিতা নারীর জটিল মনস্তত্ত্বের কাহিনী। বক্তা-শ্রোতা রীতিতে পরিবেশিত এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ঘরে ছিল এক কঙ্কাল, সেটির সাহায্যে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা অস্থিবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন। বহুকাল পরে ঘটনাচক্রে সেই ঘরে শয়ন করতে এসে তাঁর মনে পড়ে ছোটবেলার কঙ্কালটির কথা। সেই প্রসঙ্গে বর্তমান গল্পে একটি অনস্তিত্বের অস্তিত্ব ঘটে, মনে হয় হারানো কঙ্কালের খোঁজে একটি রমণীর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে। ধীরে ধীরে এক অতৃপ্ত নারীর উদগ্র প্রেমবাসনা ও ব্যর্থ বসন্তের শোচনীয় মর্মান্তিক পরিণতি গল্পটিকে ঘিরে রাখে।

"জীবিত ও মৃত" গল্পটি অতিপ্রাকৃত নয় কিন্তু সাধারণ স্বাভাবিকও নয়। সম্মোহিত, স্বপ্নাচ্ছন্ন ও নিদ্রাজাগর অবস্থায় মানুষের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিতীয় সত্তা এই গল্পের উৎস। এ সম্বন্ধে নিজেই একবার বলেছিলেন কোনো এক গভীররাত্রে একাকী সঞ্চরমান অবস্থায় তাঁর মনে হয়েছিল "যেন এ আমি আমি নই। যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে।"

এই বোধ থেকেই তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি উৎসারিত হয়েছে। 'জীবিত ও মৃত' গল্পের নায়িকা কাদম্বিনীকে সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন "বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিঃসঙ্গ মানুষ"। এই পর্বের বিচিত্র গল্পসম্ভারের মধ্যে নানা রসের বিভিন্ন গল্পাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। কঙ্কাল, নিশীথের মত অতিপ্রাকৃত রসাশ্রিত মনস্তাত্ত্বিক গল্পের পাশাপাশি একরাত্রির মত গীতিধর্মী প্রেমের কাহিনী, প্রকৃতি লালিত সুভা তারাপদ ও ফটিকের সাক্ষাৎ যেমন মেলে—তেমনি নিখিল পিতৃহৃদয়ের অনুভবঋদ্ধ কাবুলিওয়ালা, জীবনরসনিটোল মধ্যবর্তিনী, রহস্য কুহেলি আলো আঁধারি ক্ষুধিত পাষাণ, সামাজিক ধর্ম ও হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব জটিল 'অনধিকার প্রবেশ', রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জীবনের হাসিকান্নার 'মেঘ ও রৌদ্র', নির্মম সমাজসত্য—শাস্তি, অথবা 'বিচারক', ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত দগ্ধ প্রেমের প্রতীক 'মহামায়া' কিংবা গভীর জীবনদ্বন্দ্বের অসামান্য রূপায়ণ 'নষ্টনীড়'-এরও দেখা পাই।

বিভিন্ন বিষয়ক এই গল্পগুলির সাধারণ ধর্ম কিন্তু এক ও অভিন্ন। বিষয়ের একমুখিনতা, ঘটনাবাহুল্যের অভাব, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও পরিণামের অতৃপ্তিজনিত জিজ্ঞাসাচিহ্নিত উপসংহার ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। একটি ক্ষণমুহূর্তে অনন্তের ব্যঞ্জনা ও সমাপ্তির ক্ষণপ্রভায় জীবনসত্যের চকিত উদ্ভাসন রবীন্দ্রছোটগল্পের লক্ষণ। তাঁর গল্পে ঘটনার চেয়ে অনুভবই প্রধান। অনেকসময়ই সমগ্র কাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে বিশেষ একটি ভাবের উপর।

এই প্রসঙ্গে 'সাধনায়' প্রকাশিত 'একরাত্রি' গল্পটির কথা মনে আসে—যেখানে একটি অনুভূতির দ্বিধা থরোথরো চূড়ে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র গল্প প্রতিমা। সুগভীর প্রেমানুভবের অনুচ্চারিত উচ্চারণে গল্পটি হয়ে উঠেছে দীর্ঘশ্বাসের মত সকরুণ, অশ্রুবিন্দুর মত নিটোল। আবার কাবুলিওয়ালা গল্পে ধরা পড়েছে নিখিল পিতৃহৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের করুণমাধুরী।

গল্পগুচ্ছের এই পর্বের উপাদান যদিও মূলত বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও মানব সমাজ—তবু বিষয় অনুসারে এগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

ত্যাগ, মহামায়া, অনধিকার প্রবেশ, প্রায়শ্চিত্ত, দুরাশা প্রভৃতি গল্পে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের কথা আলোচিত। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, স্বর্ণমৃগ, দানপ্রতিদান, প্রতিহিংসা-তে অর্থসম্পত্তির প্রতি আসক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আবার মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, নিশীথে, মানভঞ্জন, নষ্টনীড়, ত্যাগ, মাল্যদান, একরাত্রি, দুরাশাতে দাম্পত্য সম্পর্ক ও প্রেমানুভবের চিত্রণ দেখতে পাই। মানবহৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে কাবুলিওয়ালা, ছুটি, দিদি, আপদ প্রভৃতি গল্পে। কঙ্কাল, নিশীথে, মণিহারা ও ক্ষুধিত পাষাণে অতিলৌকিক পরিবেশে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিবেশিত হয়েছে।

শাস্তি, সম্পত্তি সমর্পণ, পুত্রযজ্ঞ গল্পে দেখি নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যরূপ। সুভা ও অতিথি গল্পে দেখেছি প্রকৃতিমগ্ন চরিত্রায়ণ।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রসঙ্গে 'লীরিকধর্মী, বিশেষণটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাঁর কবি পরিচয়ের প্রভাব তাঁর বহু গল্পে পড়েছে একথা সত্য—কিন্তু রবীন্দ্র গল্পে বাস্তব দৃষ্টির যথাযথ প্রয়োগও দেখা গেছে। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"

প্রকৃতপক্ষে কবিতা ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—তাঁর ছোটগল্প তার থেকে একেবারেই মুক্ত তত্ত্ববিনির্মুক্ত বাস্তব সমাজচিত্র এখানে উপস্থিত। উপন্যাসে যে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি নাগরিক বৈদগ্ধ্যময় তিনিই গল্পগুচ্ছে নেমে এসেছেন গ্রামীণ ক্ষেত্রে। সোনারতরী পর্বে মানুষ ও প্রকৃতির একেবারে অন্তরঙ্গ সখ্যতায় এসেছেন তিনি। ছিন্নপত্র ও গল্পগুচ্ছে সেই মর্ত্যধূলির স্পর্শ লেগে আছে। এমনকি তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পও বাস্তব ভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন—

> "সমগ্র গল্পগুচ্ছ পড়ে উঠলে আমাদের মনকে প্রবলভাবে এই কথাটিই আঘাত করে যে এর বেশির ভাগ গল্প আক্ষরিক অর্থে বাস্তব, সারা বাংলাদেশটাকে পাওয়া যায় এখানে।"

এই প্রসঙ্গে 'শাস্তি' গল্পটির কথা মনে আসবে। এখানে প্রমত্তা পদ্মার ভীষণ রূপটি আবার দেখা যায়। পল্লী অঞ্চলের বর্ষাকালের ছবি এ গল্পে দেখি। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে
তার পাশ দিয়ে তেতে গা কেমন করে"

নগরজীবনে প্রতিপালিত রবীন্দ্রনাথের শিলাহদহ পূর্বে পল্লীজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। তিনি নিজেই লিখছেন—

"পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তার জন্য কিছু করবো এই
আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল।"

এরই ফলশ্রুতির সাহিত্যিক প্রকাশ এই পর্বে লিখিত গল্পগুলি যেখানে পল্লীজীবন তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বাস্তবমৃত্তিকা থেকে উঠে এসেছে। 'শাস্তি' গল্পে ভূমিহীন দীনদরিদ্র কুরি পরিবারের দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদামের জীবনের একটি দিনের একটি ঘটনার ভিত্তিতে যে ছবি আঁকা হয়েছে, তার মধ্যে আর্থসামাজিক বঞ্চনা ও জীবনের বিচিত্র রহস্য উদঘাটিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিধর্মি কল্পনা প্রাবল্য গল্পভূমিকে সিক্ত করেন—এমন অভিযোগের উত্তরে 'শাস্তি' গল্পের নির্মম বাস্তব চিত্রণকে তুলে ধরা যায় যেখানে মেঘের মিনারের কল্পলোকের কুয়াশা নয়, বজ্রাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তা চন্দরার শাস্তিই কি গল্পের নামকরণে প্রকাশ পেয়েছে? প্রকৃতপক্ষে এ শাস্তি যত না চন্দরার—তার চেয়েও বেশি ছিদামের। দাদাকে হত্যাপরাধ থেকে বাঁচাবার প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবে স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে যে তাৎক্ষণিক ভুল ছিদাম করেছিল, তারই শাস্তি তাকে আমৃত্যু বহন করতে হবে। এখানেই 'শাস্তি' নামকরণ খুজে পেয়েছে তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা। চন্দরার শেষ উক্তি 'মরণ' শুধু চন্দরার অপমানিত লাঞ্ছিত মানবীসত্তার মৃত্যুই নয়, বেঁচে থেকেও মরণাহত ছিদামের অনন্ত শাস্তি ভোগের ব্যঞ্জনা বহন করে। ছোট প্রাণের ছোট ছোট ব্যথাবেদনার এমন নিটোল কাহিনী রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে আছে, যার মধ্যে ধরা পড়েছে পল্লীবাংলার আবহমান বাস্তব।

এই বাস্তবের সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির সুনিবিড় যোগের পরিচয় বহন করে সুভাষ অতিথি, ছুটি, পোস্টমাস্টারের মত অনন্য গল্পগুলি। এই গল্পগুলিতে বাংলার সজল স্নিগ্ধ প্রকৃতি যেন প্রেক্ষাপট রচিত করেছে। সুভা, তারাপদ ও ফটিক যেন গল্প তিনটির প্রধান চরিত্রই কেবল নয়, মর্ত্যমৃত্তিকাজাত শ্যামলিমা দিয়ে ঘেরা তিনটি সত্তা, যারা নাগরিক বন্ধন বা শৃঙ্খল থেকে মুক্তি কামনা করেছে। মূক সুভার সুগভীর বেদনা প্রকৃতির করুণ বিষাদে যেন মিশে গেছে। তার গোপন ব্যথা, অন্তর্লীন বেদনা, হৃদয়রহস্যের তরঙ্গাভিঘাত প্রকৃতির লীলায় যেন আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। বালক ফটিক তার সজীব প্রাণের চাঞ্চল্য নিয়ে পল্লীপ্রকৃতিতে যে মুক্তির অবাধ স্বাধীনতায় ছিল আনন্দঘন, শহর কলকাতার কঠিন প্রাচীরের বন্ধ গৃহে সে বন্দীবিহঙ্গের মতই কাতর অসহায়। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা তার কাছে মৃত্যুরই অন্য নাম। আবার 'অতিথি' গল্পের তারাপদ যেন নিখিল মানবাত্মার বন্ধনমুক্ত স্বাধীনসত্তা। তার স্বভাবেই আছে অনাসক্তির বীজ তাই কোথাও সে স্থির থাকতে পারে না। ক্ষণকালীন উপস্থিতিতে সে মনোহরণ করেন সকলের, কিন্তু ছিন্নশিকল পায়ে নিয়ে সে চলে যায় সুখী গৃহকোণ ছেড়ে অনন্তের উদারতায়। এখানেই গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়ে ওঠে।

'সমাপ্তি' গল্পেও কিশোরী নায়িকা মৃন্ময়ী প্রকৃতির মুক্তি থেকে ধরা পড়ে গৃহের বন্ধনে। এখানে রমণী হৃদয়ের চির রহস্য আভাসিত। এ যেন আকাশের পাখির গৃহকোণে ধরা দেওয়ার ব্যঞ্জনা। মৃন্ময়ীর বাল্যজীবনের সমাপ্তিতেই এই গল্প এক মধুর উপহারে সমাপ্ত হয়েছে। এই গল্পের বীজ সুপ্ত ছিল ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে—যেখানে নদীর ঘাটে দেখা এক বালিকার দীপ্ত লাবণ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর গল্পের নায়িকাকে। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গল্পগুলি রচিত হয়েছিল।

এই পর্বেই রচিত হয়েছে অনন্য প্রেমের গল্প 'একরাত্রি'র যেখানে অনুচ্চারিত প্রেমানুভব স্নিগ্ধ সুরভির মত, বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে আছে। একটি অনুভূতির শীর্ষে স্তম্ভিত এই গল্পটি গদ্যে রচিত অনন্য লীরিক যা কবিতার মতই মৃদু-কোমল, একটি মুহূর্তের অনন্ত প্রতিমা।

এই প্রসঙ্গে 'পোস্টমস্টার' গল্পের প্রকৃতিমগ্নতার কথা আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে। হিতবাদী-তে প্রকাশিত এইগল্পে পল্লীবাংলার সজল প্রেক্ষাপটে দেখা গেল স্নিগ্ধ করুণ এক বালিকা মূর্তি প্রস্ফুটিত পুষ্প কলিকার মতই বাল্য-কৈশোরের সন্ধিলগ্নের পল্লীবালা—রতন। গল্পটিকে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্কমূলক কাহিনী অথবা মানবজীবনের অন্তর্লোকের নিগূঢ় রহস্যলীলার কাহিনী বলা যায় কিনা এ সম্ভবন্ধে বিতর্ক উঠতে পারে। তবে পোস্টমাস্টার ও রতনের বিচিত্র অনুরাগসিক্ত সম্পর্ককে অনেকেই প্রকৃতির প্রেমের সঙ্গে উপমিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি সমমরণ করা যায়—

> "পোস্টমাস্টারের জীবনে রতনের প্রেম এসেছিল প্রকৃতির প্রেমের মতই, বসন্তের ফুলকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা যেমন বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে যায়—এই গল্পের পরিণামও তাই। প্রকৃতির উদ্দাম বিষণ্ণতার মধ্যেই ছোট জীবননাট্যটুকুর সমাপ্তি ঘটেছে।"

সাধনা পর্বে রচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেও শশিভূষণ ও গিরিবালার সম্পর্কে এমন এক মিশ্র অনুভূতিকে কবি প্রকাশ করেছেন। পোস্টমাস্টারে বালিকা রতনের বয়ঃসন্ধির আলো-আঁধারি হৃদয়ানুভূতি ছিল গল্পের মূল থিম। মেঘ ও রৌদ্রে শশিভূষণ-গিরিবালার হৃদয়ানুভবের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মিলে এক অন্যতর মাত্রা দান করেছে।

এই পর্বের ত্যাগ ও মহামায়া গল্পে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও প্রেমের এক রহস্য কুহেলির ছায়াপাত দেখি। 'ত্যাগ' গল্পে সমাজ ও সংস্কারের প্রশ্নে দোলাচল নায়ক হেমন্তর জীবনে শেষ পর্যন্ত প্রেমের অনির্বাণ জ্যোতিই সত্য হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথার ওপর প্রেমকে জয়ী করেন। এই ভাবটি তাঁর বিভিন্ন নাটকেও পরিণততর রূপে প্রকাশিত হতে দেখেছি।

মহামায়া এক আশ্চর্য কাহিনী। কৌলীনপ্রথাও সতীদাহের নির্মম ঘটনা এর প্রেক্ষাপট। তারই কাঠামোর উপর রচিত কাহিনীসৌধে বিচিত্র প্রেমের এক গল্প—আশ্চর্য নারী ব্যক্তিত্ব মহামায়া যেখানে কেন্দ্র বিন্দু। "মহামায়ার প্রেম তার নারীজীবনের স্বভাবফসল, কিন্তু সে প্রেমও তার ব্যক্তিত্ব গৌরব তথা অহমিকা বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত! এ গল্পে লেখক ব্যক্তিত্বকে মুখ্য করে তুলেছেন। হৃদয় স্বাতন্ত্র্যের জন্যই যে প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করেছে, ভালোবাসাকে স্বীকার বা অমান্য করেছে—" অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের এই মন্তব্যের আলোকে মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় এই ব্যক্তিত্বাচিহ্নিত আত্মবিনাশী প্রেমের গল্পে পরিস্ফুট হতে দেখি।

সাধনা পর্বের আর একটি অনবদ্য ছোটগল্প—মধ্যবর্তিনী, যার সঙ্গে ঘটনা অনুষঙ্গে আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে—নিশীথে। অবশ্য নিশীথে কিছুটা অন্য ধরনের অতিপ্রাকৃত প্রেক্ষিতে স্থাপিত অনবদ্য মনস্তাত্ত্বক গল্প। 'মধ্যবর্তিনী'-তেও মনস্তত্ত্বের জটিল জাল আছে। নিঃসন্তান দাম্পত্যজীবনে অসুস্থ স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুরোধ জানাচ্ছে দুটি ক্ষেত্রে। দুটি গল্পের পরিণতি অবশ্য ভিন্নতর। মধ্যবর্তিনী-তে দ্বিতীয়া পত্নী শৈলর মৃত্যুর পর স্বামীস্ত্রীর মধ্যবর্তিনী হয়েই সে বেঁচে রইল—অনস্তিত্ব অস্তিত্বের অসামান্য প্রয়োগ। 'নিশীথে' গল্পের আবহাওয়ায় রহস্যের আভাস। এখানে প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুর পর নায়ক দক্ষিণাচরণ দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমকে নিয়ে দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্য আস্বাদনে বঞ্চিত। বহিরঙ্গে এক অশরীরী পরিমণ্ডল তৈরি হলেও অন্তরঙ্গে সঞ্চিত আছে নায়কের অপরাধবোধ। অসামান্য মনস্তাত্ত্বক বিশ্লেষণে গল্পটি রহস্যকাহিনীর শিহরণকে মনে করায়।

সাধনায় প্রকাশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও ভারতীতে প্রকাশিত 'মণিহারা'—রহস্যকুহেলি ও অলৌকিক কাহিনীর অনবদ্য বাণীরূপ। রবীন্দ্রনাথের কথক-শ্রোতা রীতির পরিচিত ভঙ্গী দুটি গল্পেই ব্যবহৃত—যেমন নিশীথে বা কঙ্কাল গল্পেও দেখা গেছে।

সাধনায় প্রকাশিত 'বিচারক' গল্পটি 'বিচারক' গল্পটি নানাকারণেই স্মরণীয়। পতিতা নারীকে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মনোলোকের গভীর গহনে আলো ফেলেছেন, যার ফলে কলঙ্কিনী পতিতা ক্ষীরোদা

স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বিচারক মোহিতমোহন এই ঘৃণিতা পতিতা নারীর মধ্যে আষ্কিার করেছেন তাঁর যৌবনের প্রেমিকা হেমশশীকে। এই দর্শন যেন আত্মদর্শন-প্রেমের অনন্য উপলব্ধি। এর শেষাংশের নাটকীয় চমক উদ্যত ফণা সর্পের মত দংশন করে নায়ককে এবং পাঠককেও।

ভারতী পর্বের শেষদিকে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'নষ্টনীড়'। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের অসামন্য বিশ্লেষণী শক্তি ও জীবনের রহস্যগভীর অতলান্তে ডুব দিয়ে চরিত্রের আঁতের কথা বার করার অসামান্য প্রয়োগ এখানে দেখা যায়। এ গল্পের প্রকরণ বিচারে সমালোচকের মধ্যে বিতর্ক আছে। ২০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই কাহিনী ভারতী পত্রিকায় দীর্ঘ আটমাস ধরে ধাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। আয়তনের বিচারে এটি উপন্যাসের সমান, মালঞ্চ বা দুই বোনের চেয়ে দীর্ঘ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের ছোট গল্প সংকলনেই একে স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনীতে কিছু ঘটনাবাহুল্য ও অতিরিক্ত চরিত্র থাকলেও ভাবের একমুখিনতাই এর প্রধান বিয়য়। আয়তনে উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকলেও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সংযত ও সংহত প্রকাশে এটি ছোটগল্পের সীমায় দাঁড়িয়ে আছে।

'সবুজপত্র' পর্বের গল্পগুলি রবীন্দ্রগল্পধারায় অনন্য সংযোজন। শিলাইদহ পর্বে সোনারতরীর যুগে যে গল্প তিনি লিখেছেন—স্পষ্টতই তার সঙ্গে এই পর্বের গল্পগুলির পার্থক্য আছে। কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে এক নতুন ধরনের মননশীল দীপ্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস এই গল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীরপত্র, ভাঁই ফোঁটা, অপরিচিতা ও পয়লা নম্বর—এই পর্বের অসামান্য রচনা। প্রথার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব এবং নারীর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে এই গল্পগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ সবুজপত্রের পৃষ্ঠায়—যেখানে নারী ব্যক্তিত্বের অসামান্য চমকপ্রদ উদ্ভাসন নায়িকা দামিনী চরিত্রে দেখা গেছে। হৈমন্তী, স্ত্রীরপত্র, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর—গল্পগুলিতে নারীর আত্মউন্মোচন ও স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পর্বের বোষ্টমী গল্পের নামচরিত্রও আপন ব্যক্তিত্বে সমজ্জ্বল। আত্মদর্শনের আলোতে তার চরিত্রের দীপ্তি পেয়েছে ট্রাজিক মহিমা। এই গল্পগুলি সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> "আসলে জীবনের রূপরচনা নয়, জীবনের ভাষ্য-রচনাই সুবজপত্র পর্বের ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ"
>
> (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ ঃ তপোব্রত ঘোষ)

স্ত্রীরপত্র' গল্পে পত্রাঙ্গিকে কাহিনী বিন্যস্ত। মৃণাল তার পনেরো বছরের আপাত সুখী বিবাহিত জীবন থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি পেতে চেয়েছে। স্বামীর শ্রীচরণকমল থেকে নিজেকে সে মুক্ত করেছে। গল্পের শুরু শ্রীচরণকমলেষু' পাঠ দিয়ে এবং শেষ হয়েছে "চরণাতলাশ্রয় ছিন্ন" মৃণাল পাঠে। এই পদাশ্রয় ছিন্ন মৃণাল কিন্তু ভুলুণ্ঠিতা হয়নি, অসীম সমুদ্রের তীরে অনন্ত নীলাকাশের উদারতায় সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

দাম্পত্যজীবনের সত্য আবিষ্কার এভাবেই 'পয়লা নম্বর' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এযুগের গল্পে দেখেছি নারীমুক্তির সমাজতত্ত্ব। তা কখনো সোচ্চার প্রতিবাদে, কখনো বা আভ্যন্তর প্রতিরোধে আত্মপ্রকাশ করেছে। পয়লা নম্ভবরের নায়িকা অনিলার অন্তরের অতৃপ্তি বিদ্রোহে রূপে নিয়েছে। এ বিদ্রোহ পূর্ণ নৈঃশব্দ্যে অন্তরমহলে ঘটে গেছে। তার আত্ম উদ্বোধনই বিদ্রোহ—গৃহত্যাগ তার বাইরের ঘটনাগত রূপমাত্র। স্ত্রীরপত্রের মৃণাল তার নারীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঘর ছেড়েছিল, বোষ্টমী আনন্দী ঘর ছেড়েছে সত্য অন্বেষণের আশায়। এভাবেই এই পর্বের নায়িকারা জীবনের সত্য দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে—খুঁজে পেয়েছে আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়।

রবীন্দ্র জীবনের অন্ত্যপর্বের উজ্জ্বল ফসল 'তিনসঙ্গী'—রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবোরেটরী নামের তিনটি অনন্য ছোটগল্প। এই পর্বে রবীন্দ্রছোটগল্প আশ্চর্য আধুনিক হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ ঝলসিত বিদ্যুতের মতই দীপ্ত ভাষা—যাকে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন স্ট্রীমলাইন ভাষা"। অন্তরধর্মেও একান্ত আধুনিক তিনসঙ্গীর গল্পত্রয়ী। নারীপুরুষ সম্পর্কে নবরূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের রচনায় সুস্পষ্ট। পুরুষে সৃষ্টিকার্যে

নারীস্বভাবের অনির্বচনীয় মাধুর্যকে তিনি বিশেষ মূল্যদান করেছেন। কিন্তু আধুনিকতার অন্তরালে রবীন্দ্র মনোধর্মের সনাতনী ঐতিহ্য এতে ছায়া ফেলেছে। তিনটি গল্পেই ত্রিবিধ বিন্যাসে এই অন্তর্লীন সুরটি শোনা যায়। সেইসঙ্গে গল্পভাষাতে হীরকদ্যুতি ঝলসিত।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পরিক্রমায় সূচনা পর্ব থেকে অনত্যপর্বে উপনীত হয়ে আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক হই। বাংলাদেশের বাস্তবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার হৃৎস্পন্দন যেন শুনতে পাই। প্রকৃতি ও মানুষ সমন্বিত হয়ে বিচিত্ররূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। নরনারীর প্রণয়, বাসনা-বেদনা, প্রাচীন লোক বিশ্বাস থেকে আধুনিক বিজ্ঞান চেতনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে সামাজিক বিপ্লব, সনাতনী ঐতিহ্য থেকে বিশশতকের আধুনিকতা, প্রথানুগত্য থেকে সংস্কার মুক্তি, আবেগ থেকে মননশীলতাকে বাণীমূর্তি দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে।

গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত না হলেও 'লিপিকা'র কথিকাগুলিকে অনেকেই গল্প নাম দিতে চান। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কুড়িটি রচনার মধ্যে আছে গল্পাভাস। প্রথম চোদ্দটি রচনা অবশ্য আন্তরধর্মে ছুঁয়ে আছে কবিতাকেই—রবীন্দ্র জীবনের প্রথম পর্বে রচিত 'পুষ্পাঞ্জলি'র ভাব ও ভাষা তাকে অনুভূতির হীরক দ্যুতিতে বর্ণিল করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আলোচনায় আমরা তাঁর কবিসত্তার প্রক্ষেপকে স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প অন্তরধর্মে লীরিককেই ছুঁয়ে যায়। লেখকের ব্যক্তিমনের স্পর্শ ও প্রতিবিম্বনে ছোটগল্প এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। একটি মুহূর্তকে চিরন্তন করে রাখার প্রয়াস ছোটগল্পে দেখি, ঠিক যেমনটি দেখি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে।

রোম্যান্টিক মনোভঙ্গী ছোটগল্পের উৎস। বিস্ময়, কল্পনা ও জীবনবোধের গভীরতর ব্যঞ্জনা দানই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। তাই ছোটগল্পের চলনটা গদ্যের হলেও তার চালটা কবিতার। তার মেজাজের সঙ্গে লীরিকের মিল আছে। এজন্যই শ্রেষ্ঠ লীরিক কবি রবীন্দ্রনাথের হাতেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর ছোটগল্পে অনুগ্র গভীরবোধ ও আত্মিক জিজ্ঞাসার প্রতিফলন দেখি। এই বৈশিষ্ট্য মনে করায় বিশ্বসাহিত্যের অনন্য ছোটগল্প শিল্পী রুশ লেখক আন্তন চেকভকে। তাঁর সূক্ষ্মকাজ রুচিশীল পাঠকের অনুভূতি প্রবণতাকে স্পর্শ করে। প্রবৃত্তির উগ্রতা একটা আপাত শান্ত গভীর রূপের মধ্যে যেন আত্মস্থ। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পৃথিবীও মৃদু শান্ত। তাঁর লেকার প্রশান্তি, লীরিক আভাস সূক্ষ্ম কারুকার্য ও মনের অতলান্ত গভীরে ডুব দেওয়ার চেষ্টা পাঠককে চেকভের কথা মনে করায়।

সাধারণ দুঃখ, তুচ্ছ ক্ষণমুহূর্তের বেদনা, প্রাত্যহিক জীবনের শূন্যতাও যে সার্থক ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে, এই সত্য দেখেছি চেকভের গল্পে—রবীন্দ্রনাথেও। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির মুক্তি দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছোটপ্রাণের দুঃখকথার জীবনরসসিঞ্চিত নিটোল ছোটগল্প লিখেছেন। নাতিদীর্ঘ আয়তন, স্বল্পসংখ্যক চরিত্র, একটি তাৎপর্যময় অংশের বা নিবিড় ভাবানুভূতির রূপায়ণ, ইঙ্গিতময় রহস্যময়তা ও সমাপ্তির ক্ষণপ্রভায় জীবসত্যের চকিত উদ্ভাসন—রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তাঁর প্রথম দিকের সাধনা-ভারতী পর্বের গল্পে দেখেছি আনন্দ-বেদনার নিবিড় অনুভূতিতে আত্মস্থ ভাবমধর্মী রূপায়ণ।

সবুজপত্র পর্ব বা অন্ত্যপর্বের গল্পগুলি শিল্পরূপের বিচারে অধিকতর পরিণত, কিন্তু অনুভবের দ্যোতনায় প্রথম পর্বের গল্পগুলি আরো গভীর, অতলান্ত রহস্যবহী,—যেখানে গল্পের উপসংহার পাঠকচিত্তে এক গভীর জীবন উপলব্ধির জগৎকে উদঘাটিত করে, পরিণতিহীন করুণতার ছবি যেন অনন্তবিষাদকে স্পর্শ করে। 'একরাত্রি' গল্পটি এর অনবদ্য নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাই গভীরতর ব্যঞ্জনায় হৃদয়কে প্রকাশ করে, নাটকীয় সমাপ্তির চেয়ে মৃদু রস সঞ্চার করে পাঠককে আবিষ্ট করে, মুগ্ধ করে, অনন্তকে ছুঁয়ে যায়।

এখানেই শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সার্থক পরিচয়।

৪.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তালিকাসূচি

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
ভিখারিণি	ভারতী	শ্রাবণ, ১২৪৭
করুণা	”	আশ্বিন, ১২৮৪
ঘাটের কথা	”	কার্তিক, ১২৮৯
রাজপথের কথা	নবজীবন	অগ্রহায়ণ, ১২৯১
মুকুট	বালক	বৈশাখ, ১২৯২
দেনাপাওনা	হিতবাদী	১২৯৮
পোস্টমাস্টার	”	”
গিন্নি	”	”
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	”	”
ব্যবধান	”	”
তারাপ্রসন্নর কীর্তি	”	”
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	সাধনা	অগ্রহায়ণ, ১২৯৮
সম্পত্তি সমর্পণ	”	পৌষ, ১২৯৮
দালিয়া	”	মাঘ, ১২৯৮
কঙ্কাল	”	ফাল্গুন, ১২৯৮
মুক্তির উপায়	”	চৈত্র, ১২৯৮
ত্যাগ	”	বৈশাখ, ১২৯৯
একরাত্রি	”	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯
একটা আষাঢ়ে গল্প	”	আষাঢ় ১২৯৯
জীবিত ও মৃত	”	শ্রাবণ, ১২৯৯
স্বর্ণমৃগ	”	ভাদ্র, ১২৯৯
রীতিমত নভেল	”	আশ্বিন, ১২৯৯
জয়পরাজয়	”	কার্তিক, ১২৯৯
কাবুলিওয়ালা	”	অগ্রহায়ণ, ১২৯৯
ছুটি	”	পৌষ, ১২৯৯
সুভা	”	মাঘ, ১২৯৯
মহামায়া	”	ফাল্গুন, ১২৯৯
দানপ্রতিদান	”	চৈত্র, ১২৯৯
সম্পাদক	”	বৈশাখ, ১৩০০
মধ্যবর্তিনা	”	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০
অসম্ভব কথা	”	আষাঢ়, ১৩০০
শাস্তি	”	শ্রাবণ, ১৩০০

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	”	ভাদ্র, ১৩০০
সমাপ্তি	”	আশ্বিন, ১৩০০
অনধিকার প্রবেশ	সাধনা	শ্রাবণ, ১৩০১
মেঘ ও রৌদ্র	”	আশ্বিন, ১৩০১
সমস্যাপূরণ	”	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
প্রায়শ্চিত্ত	”	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
বিচারক	”	পৌষ, ১৩০১
নিশিথে	”	মাঘ, ১৩০১
আপদ	”	ফাল্গুন, ১৩০১
দিদি	”	চৈত্র, ১৩০১
মানভঞ্জন	”	বৈশাখ, ১৩০২
ঠাকুরদা	”	১৩০২
প্রতিহিংসা	”	”
ক্ষুধিত পাষাণ	”	”
অতিথি	”	”
ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী	১৩০২
দুরাশা	ভারতী	১৩০৫
পুত্রযজ্ঞ	ভারতী	১৩০৫
ডিটেকটিভ	”	”
অধ্যাপক	”	”
রাজটিকা	”	”
মণিহারা	”	”
দৃষ্টিদান	”	”
সদর ও অন্দর	প্রদীপ	১৩০৭
উদ্ধার	ভারতী	১৩০৭
দুর্বুদ্ধি	”	”
ফেল	”	”
শুভদৃষ্টি	প্রদীপ	১৩০৭
নষ্টনীড়	ভারতী	১৩০৮
দর্পহরণ	বঙ্গদর্শন	”
মাল্যদান	বঙ্গদর্শন	১৩০৯
মাস্টারমশায়	প্রবাসী	১৩১৪
গুপ্তধন	ভারতী	১৩১৫
রাসমণির ছেলে	”	১৩১৮

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল
পণরক্ষা	”	১৩১৮
হালদার গোষ্ঠী	সবুজপত্র	১৩২১
হৈমন্তী	”	”
বোষ্টমী	”	”
স্ত্রীরপত্র	”	১৩২১
ভাইফোঁটা	”	”
শেষের রাত্রি	”	”
অপরিচিতা	”	”
তপস্বিনী	”	১৩২৪
পয়লানম্বর	”	”
পাত্র ও পাত্রী	”	”
নামঞ্জুর গল্প	প্রবাসী	১৩৩২
সংস্কার	”	১৩৩৫
বলাই	”	”
চিত্রকর	”	”
চোরাইধন	ছোটগল্প	১৩৪০
রবিবার	আনন্দবাজার	১৩৪৬
শেষকথা	শনিবারের চিঠি	১৩৪৬
ছোটগল্প	দেশ	১৩৪৬
ল্যাবোরেটরি	আনন্দবাজার	১৩৪৭
বদনাম	প্রবাসী	১৩৪৮
প্রগতিসংহার (পূর্বনাম কাপুরুষ)	আনন্দবাজার	১৩৪৮
শেষ পুরস্কার	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৪৯
মুসলমানীর গল্প	ঋতুপত্র	১৩৬২

৪.৪ প্রস্তাবনা : প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। কবি পরিচয়ের অলোকসামান্য বিভায় তাঁরগ অন্যান্য পরিচয় কিছুটা আচ্ছন্ন হলেও একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারে যে তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। পরিমাণের বিশালতায় ও বিষয় বৈচিত্র্যের অজস্রতায় তাঁর প্রবন্ধ আমাদের বিস্মিত করে।

সাধারণ প্রবন্ধ বলতে আমরা বুঝি জ্ঞানগর্ভ গদ্য রচনা যা প্রমামের দ্বারা কোনো কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করে, কোনো নতুন বিষয় বা সিদ্ধান্তকে উপস্থাপিত করে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কিন্তু তিনি নিরাসক্ত ভূমিকা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন না। রচনাটিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের পরিপূরক। বাংলা প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ রূপকার যে রবীন্দ্রনাথ তা সমালোচকের মন্তব্যে নিশ্চিত ধরা পড়ে।

"প্রবন্ধ যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়— অন্তত সেই রকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিশ্বাস্য কবি (রবীন্দ্রনাথ) পরতে পরতে প্রবিষ্ঠ হয়ে আছেন। যে কোনো বিষয়ে যে কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ-এক কথায় তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ"

(রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প : বুদ্ধদেব বসু)

রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা প্রবন্ধ তার পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর অএনক আগেই বাংলায় প্রবন্ধ রচনা শুরু হয়েছিল বটে। কিন্তু সার্থক শিল্পরূপ পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের প্রথম যুগের প্রবন্ধের উপকরণ ছিল সামাজিক ও নৈতিক আলোচনার বর্ণনা ও সংবাদ পরিবেশন। প্রায় সমগ্র উনিশ শতকের গদ্যে তথ্য ও তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছিল। গদ্য নিঃসন্দেহে আধুনিক চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশের যোগ্যতম মাধ্যম, বিচার-বিতর্ক-জিজ্ঞাসার ভাষাও গদ্য। রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের হাতে এভাবেই বাংলা প্রবন্ধের স্থায়ীরূপ নির্মিত হল। বাংলা প্রবন্ধ রচনার আদিযুগকে রামমোহন বিদ্যাসাগর যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সদ্যসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই স্থিত হয়েছে বক্তব্য প্রধান, স্পষ্ট, তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ছিল তখনকার প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমীযুগের পরেই গদ্য সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের পরিমণ্ডল বর্ধিত হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন গদ্যে মুদ্রিত করেছিলেন। সেকালের গদ্যের বিষয়প্রাধান্যকে স্বীকার না করে রবীন্দ্রনাথ আত্মভাবমূলক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, এমনকি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধেও তাঁর আত্মগত ভঙ্গি প্রবল ছিল। তাঁর প্রায় কৈশোরে লিখিত প্রবন্ধেও সংযমী ভাবুকতা ও বিচারশক্তির তীক্ষ্ণতা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর রচনার এই প্রৌঢ়ত্বের ছাপ লক্ষ্য করেই মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন— 'বাস্তবিক এত অল্প বয়সে মানসশক্তির (Intellect) এমন জাগরণ কবি জীবনে অতিশয় বিরল"

রবীন্দ্র প্রবন্ধে এই পরিণত মনন ও বিচারশক্তি লক্ষ্য করা যায়। বহিরঙ্গ প্রসাধনা ও অন্তরঙ্গ সাধনায় তাঁর প্রবন্ধ অনন্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেই কেবল নয় তাঁর ব্যক্তিত্বের দিব্যস্পর্শে তাঁর প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠত্বের সীমা স্পর্শ করে।

৪.৫ প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন পনেরো বছর বয়সে এবং তাঁর শেষ প্রবন্ধ রচিত হয় আশি বছর বয়সে। ইং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 'জ্ঞানাংকুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম প্রবন্ধ—সমালোচনামূলক গদ্য রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', রাজকৃষ্ম রায়ের 'অবসর সরোজিনী' ও হরিশচন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী'।—এই তিন গ্রন্থ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য নিয়ে অনেকটা বঙ্কিমী রীতিতে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তারই মধ্যে এই রচনায় কিশোর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গদ্যরচনাগীতির বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'ভারতী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সম্পাদক। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'মেঘনাদবধ কাব্য' ভারতীতেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর নিজের কথায় 'অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে' তিনি এই তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"

কয়েকবছর পরে ভারতীতেই (১৮৮২) 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল—ঝানসীর রানী 'বাঙ্গালির আশা ও নৈরাশ্য', বিজনচিন্তা ও সান্ত্বনা।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ভারতীর দ্বিতীয়বর্ষ শুরু হয়। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর প্রবন্ধ—'সামুদ্রিকজীব ঃ কীটানু' প্রকাশ পায়। পরবর্তী দুটি প্রবন্ধ তাঁর বিলাতযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত মনে হয়। এ দুটি হল 'ইংরেজদিগের আদব কায়দা' ও 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গলোস্যাকশন সাহিত্য'।

ভারতীয় পরবর্তী তিনটি সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের তিন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে প্রেমের বিচিত্র রূপের অন্বেষণ করেছেন। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ ত্রয়ী হল— 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'প্রিত্রর্কাও লরা' এবং 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'। এই তিনটি প্রবন্ধ একটি অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত বলে মনে হয়।

ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—সেগুলিতে তাঁর বিচিত্রমুখী মননের পরিচয় পাই। এগুলি হল 'নর্ম্মান জাতি ও অ্যাঙ্গলো নর্ম্মান সাহিত্য', 'য়ুরোপ যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র', 'চ্যাটার্টন-বালক কবি', 'বাঙ্গালি কবি নয়' এবং 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন?' 'অকারণকষ্ট', নিঃস্বার্থ প্রেম', 'পারিবারিক দাসত্ব'।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল বেথুন সোসাইটির আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাধারণ সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেটি পরে 'ভারতী' পত্রিকায় 'সঙ্গীত ও ভাব' নামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ—'জুতাব্যবস্থা' ভারতীয় পৃষ্ঠাতেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। তৎকালীন ইংলিশম্যান কাগজে প্রকাশিত একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল এই প্রবন্ধটি তারই সাহিত্য পরিণাম। এছাড়া 'চীনে মরণের ব্যবসায়' রচনাটিও ভারতীর আলোচ্য সংখ্যাতেই (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল 'যথার্থ দোসর' নামে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবনার এক প্রবন্ধ যেটি ইংরেজি রোম্যান্টিক কাব্যের বিষাদ বেদনার বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে লিখিত।

আলোচ্য সময়কাল রবীন্দ্র জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে যাপিত কয়েকটি মাসের স্মৃতি তাঁর কাছে অবিস্মরণীয়। তখনই চলেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার পালা। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন—

> "গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যাসঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখতাম। সেও কোনো
> বাঁধা লেখা নহে—সেও একরকম যা খুশি তাই লেখা"

—এই 'যা খুশি' লেখাগুলিই 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এর রচনাকালীন সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এসময় তিনি নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছিলেন। এই গদ্য রচনার মধ্যে উল্লখযোগ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার স্ফুরণ ঘটে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ থেকে পরবর্তী পর্যায়ের পরিণত মনস্ক বহু চিন্তামূলক প্রবন্ধের প্রকাশ ঘটেছিল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়।

১৮৭৬ থেকে ১৮৯০ (বঙ্গাব্দ ১২৮৩ থেকে ১২৯৭) সালকে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার প্রথম যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্বের মধ্যবর্তী সময় থেকেই তাঁর প্রবন্ধের মুদ্রত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মোট ছ'টি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), বিবিধ প্রসঙ্গ (১২৯০ বঙ্গাব্দ), আলোচনা (১২৯২ বঙ্গাব্দ), সমালোচনা (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), চিঠিপত্র (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), ও মন্ত্রি অভিষেক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। পত্রাকারে লিখিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (ইং ১৮৮১) রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু ইংরেজি ১৮৮৩তে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে।

ইং ১৮৯০ পরবর্তী রবীন্দ্র প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে মাত্র তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হল—'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (প্রথম খণ্ড ১৮৯১), য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (দ্বিতীয়খণ্ড ১৮৯৩) এবং পঞ্চভূত (১৮৯৭)।' শেষোক্তর প্রবন্ধগুলি 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' নামে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে নিয়ে বিচিত্র আলাপ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে গাজীপুর থেকে ফেরার পরে মেজদাদা সতেন্দ্রনাথের বাড়িতে যে সাহিত্যিক আসর বসতো, রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের নানা মন্তব্য ও বাদ প্রতিবাদ 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে আলোচনা খাতায় লিখে রাখতেন। এটিই পরে 'পঞ্চভূতের ডায়েরি'তে পরিণতি লাভ করেছে।

পঞ্চভূতের আড়ালে সজীব উপস্থিতি অনুমান করেছেন বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে 'পঞ্চভূতে'র এক একটি ভূত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। এই অভিনব প্রবন্ধ গ্রন্থে একাধারে মিলেছে চিন্তার বৈচিত্র্য, জীবনের সমস্যা— সম্ভাবনার রূপায়ণ এবং ভাষাভঙ্গির মাধুর্য। বিষয়ের অভিনবত্বে ও গদ্যরীতির অসাধারণত্বে এই গ্রন্থ শুধু রবীন্দ্রসাহিতেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"এই গ্রন্থ আমেরিকান লেখক ওয়েনডেল্ হোমসের 'পোয়েট এ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল্' গ্রন্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র, আসলে আকাশ পাতাল প্রভেদ।"

প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহিতা ও অসামান্য বিচারশক্তির সমন্বয়ে 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে।

বিশশতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার তৃতীয় পর্ব। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথের একটিই প্রবন্ধ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল—'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম'। এরপর সাময়িক বিরতির পর ১৯০৫-এ 'আত্মশক্তি' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০৬-এ প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সাতখানি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়— বিহচিত্রপ্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীনসাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, ব্যঙ্গকৌতুক, আধুনিক সাহিত্য।

গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথমভাগরূপে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচনাগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অসামান্য নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকাতে মন্তব্য করেছেন—

> "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য
> থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা রস সম্ভেভাগে।"

কবিমনের মাধুরী মেশানো এই প্রবন্ধের রচনাভঙ্গীর স্বাদুসরসতা এর বৈশিষ্ট্য। লীরিকের সঙ্গে এই রচনাগুলির এক অন্তর্লীন সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। প্রবন্ধের আকারে লিখিত এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবি মনের স্পর্শ পাই।

'চারিত্রপূজা'-র সব রচনাই স্বতন্ত্রভাবে 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'ভারতপথিক রামমেহন রায়' ও 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। জীবনী প্রবন্ধের ধারায় এই প্রবন্ধত্রয়ী উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'প্রাচীনসাহিত্য' সমালোচনা ধারায় এক অনন্য নিদর্শন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কল্পনা' কাব্যের অতীতাশ্রয়ী রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি এই সাহিত্যলোচনায় ধরা পড়েছে। প্রাচীন ভারতের চিররহস্যময় সৌন্দর্যপুরীতে প্রবেশের চাবিকাঠি যেন এই গ্রন্থ। 'লোকসাহিত্য' বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে। লোকসাহিত্যের যে সাহিত্যমূল্য ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে, তা রবীন্দ্রনাথই এ গ্রন্থের আলোচনায় প্রথম তুলে ধরেন। লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন এই গ্রন্থ।

'সাহিত্য' গ্রন্থে প্রধানত সাহিত্যের তুত্ত্বালোচনামূলক রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যবিচারে তিনি পূর্ববর্তী নীতিবাদ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন নন্দনতত্ত্বে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের রস ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

'ব্যঙ্গকৌতুক'—ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাটিকাসহ সমজাতীয় প্রবন্ধ সংকলন। এরর প্রবন্ধ অংশটিতে ব্যঙ্গাত্মক নয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

'আধুনিক সাহিত্য' উনিশটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন। সমকালীন লেখকদের সাহিত্যকর্মের সমালোচনা এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। তবে বিচার বিশ্লেষণ কন্টকিত সমালোচনা এ নয়—সাহিত্যের রসবিচারই এই রচনার মূল কথা।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মোট ছয়টি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ পায়। এগুলি হল—সভাপতির অভিভাষণ, রাজাপ্রজা, সমূহ, স্বদেশ,সমাজ, শিক্ষা।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত ভাষণের লিখিতরূপ 'সভাপতির অভিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে। 'সাধনা' পত্রিকার যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক অভিমত সত্যবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হতে শুরু করেছিল। এই গ্রন্থেৰ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজত্বের যে ভবিষ্যতের চিত্র নির্দেশ করেছিলেন তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

সমজাতীয় অপর দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ—'সমূহ' ও 'স্বদেশ' এবং সমাজবিষয়ক রচনার সংকলন গ্রন্থ—'সমাজ'। কবি রবীন্দ্রনাথের গভীর সমাজ চিন্তার প্রতিফলন এই গ্রন্থে পাই।

শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'শিক্ষা' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত মতবাদের প্রতিফলন এই প্রবন্ধগুলিতে মিলবে। শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার স্বরূপ ও সামঞ্জস্য বিষয়ে তাঁর অসামান্য চিন্তাশীল মননদীপ্ত প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—শব্দতত্ত্ব, ধর্ম শান্তিনিকেতন উপদেশমালা।

শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার চিত্র 'ধর্ম' গ্রন্থ। কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা গড়ে ওঠেনি, বিশ্বজীবন থেকে তিনি ধর্মজীবনের সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের উপাসনা সভায় বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণেরগ অনুলিখন—'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'। যে ধর্ম ও দর্শন রবীন্দ্রজীবনের ভিত্তি স্বরূপ তারই সহজ অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য এই 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'। এই ভাষণমালার পরবর্তী ভাগগুলি ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দুটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্র। গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভবত 'জীবনস্মৃতি'তে পাওয়া যায়। গদ্যরীতির দকি থেকে জীবনস্মৃতি এক অতুলন সৃষ্টি। সাধুভাষার বহিরঙ্গ আবরণ ভেদ করে চলতি ভাষার আমেজ এর অন্তরঙ্গ সুর মিলে গেছে। এই অনন্য স্মৃতিচারণা বালা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।

এই বছরে প্রকাশিত 'ছিন্নপত্র' আরগ এক অনুপম সৃষ্টি। কবির জীবনদর্শন, ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত। রবীন্দ্রজীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায় ছন্নপত্রের যুগে শিলাইদহে পদ্মার বুকে গড়ে উঠেছিল। নিসর্গ প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের জীবনের হাসিকান্নার কলগান কবি জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা। ছিন্নপত্রে সংকলিত ১৪৫টি পত্রের সম্পূর্ণ পাঠসহ অতিরিক্ত ১০৭ খানি পত্রের (সব কটিই ইন্দিরা দেবীকে লেখা) একত্র সংকলন 'ছিন্নপত্রাবলী' ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছে। এই বিপুল পত্রসম্ভার কবির কাব্যানুভূতির সহজ পরিচয় বহন করে, সেই সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সহজ সাধারণ পরিচয়কেও প্রকাশ করে। এই পত্র সাহিত্য একাধারে সাহিত্য ও জীবনদর্শন। এরপর রবীন্দ্ররচনায় প্রবন্ধের দেখা মিলেছে ১৯১৫-তে শান্তিনিকেতন 'ভাষণমালা'র পরবর্তী পর্যায়ে। ১৯১৬-তেও এর পরবর্তী ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। সেই বছরেই প্রকাশিত হয়েছে 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়'।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'জাপানযাত্রী'। ১৯১৬ সালে জাপানী পরিব্রাজক কাওয়াগুচির আমন্ত্রণে কবি জাপান গিয়েছিলেন। সেই সফরের কাহিনীই 'জাপানযাত্রী'। পত্রকারে লিখিত এই ভ্রমণাত্মক প্রবন্ধ গ্রন্থটি কবি মনের মাধুরী মেশানো অনুপম রচনা।

দীর্ঘ দশ বছর পরে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণাত্মক গদ্যরচনা 'যাত্রী' প্রকাশিত হয়। এটি 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি' ও 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র একত্র সংকলন। এ জাতীয় রচনা তাঁর হাতে একাধারে ভ্রমণকথা, প্রবন্ধ ও পত্র হওয়াতে একই সঙ্গে তথ্যবহুল ও রসস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর কন্যা রাণু অধিকারীকে লিখিত এই পত্রগুচ্ছ 'রাণুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ স্বরূপ' প্রকাশিত হয়েছিল।

রাশিয়ার চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নবজাগ্রত রূপ দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাকে 'তীর্থদর্শন' বলে বর্ণনা করেছেন। নবজাগ্রত রাশিয়ার সমাজজীবন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির একটি সুস্পষ্ট দলিল 'রাশিয়ার চিঠি'। ১৯৩২ সালে একটি ভাষণ পুস্তিকা প্রকাশ পায়—যাতে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত ইংরেজি ও বাংলা ভাষণ স্থান পেয়েছে।

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'-এর পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সুবাদে দিলেন 'কমলা বক্তৃতামালা'; তাই 'মানুষের ধর্ম' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনবছর আগে অক্সফোর্ডে প্রদত্ত "Religion of Man" বক্তৃতামালার বাংলা রূপান্তর এই পুস্তিকা।

১৯৩৫ সালে 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা' দুটি খণ্ডে কবি কর্তৃক মার্জিত ও নূতন সংযোজনযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বছরেই ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে সঙ্গে পত্রালাপ 'সুর ও সঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে চারখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—ছন্দ, জাপানে-পারস্যে, সাহিত্যের পথে ও প্রাক্তনী।

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, তত্ত্ব ও স্বরূপ বিশ্লেষণের অনবদ্য প্রকাশ 'ছন্দ'। 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থটি পূর্ব প্রকাশিত 'জাপানযাত্রী' ও নূতন 'পারস্য ভ্রমণের' একত্র সংকলন।

সাহিত্যের বিচিত্রতত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার আলোচনা 'সাহিত্যের পথে'। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন সভায় কথিত ভাষণের সংকলন পুস্তিকা—'প্রাক্তনী'।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলন 'কালান্তর' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলা যেতে পারে।

এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসচেতন চিন্তার অনবদ্য সাহিত্যিক প্রকাশ 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ পায়। এ দুটি হল—'পথে ও পথের প্রান্তে' এবং 'বাংলা ভাষা পরিচয়'। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র পত্রগুচ্ছ শ্রীমতী রাণী মহলানবিশকে লিখিত।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ—'বাংলাভাষা পরিচয়'-এ ভাষা সম্বন্ধে রহস্যবোধ এবং ভাষা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় পত্র প্রবন্ধ সংকলন 'পথের সঞ্চয়'। এগুলি ১৯১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দে য়ুরোপ আমেরিকা থেকে লেখা পত্রাবলীর সংকলন।

১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য স্মৃতিচিত্রণ 'ছেলেবেলা' প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিশীল কবিচিত্ত অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। অনবদ্য চলিত ভাষা ও রীতিতে লেখা—'ছেলেবেলা'। 'জীবনস্মৃতি' যেমন সাধুভাষায় রবীন্দ্রগদ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ, 'ছেলেবেলা' তেমনই কথ্যভাষায় রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম আত্মকথন।

জীবনের শেষ বেলায় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'সভ্যতার সংকট'। এটি কবির আশি বছরের জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত সভায় লিখিত অভিভাষণ। পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধ রচনা পালা শুরু হয়েছিল 'জ্ঞানাংকুর' পত্রিকায়, মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে আশি বছরে লিখিত এই অভিভাষণে তার পরিণত রূপের পরিচয় মেলে। মানবসভ্যতার ক্রান্তিকালকে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন এই ভাষণে। শতাব্দীর সূর্য রক্তসন্ধ্যায় অস্তগামী। সভ্যতার সেই সংকটকেই এই ভাষণে তুলে ধরেছেন কবি। কিন্তু মানবতার কবি সেই নৈরাশ্যেই শেষ ন'ন। বিশ্বাস ও প্রত্যয়েই তাঁর প্রবন্ধ সমাপ্ত হয়েছে। সংকট উত্তীর্ণ এক শুভবোধ ও মঙ্গলচেতনায় তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন কবি।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের সর্বশেষে প্রকাশিত গ্রন্থ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'। বিশ্বভারতী পুস্তিকামালার অন্তর্গত এই প্রবন্ধ গ্রন্থ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিশ্বভারতী থেকে কবির বহু অপ্রকাশিত বা অগ্রন্থিত রচনা উদ্ধার করে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাতের বিপুল পরিমাণ পত্ররাশি যা অদ্যাবধি প্রকাশমান।

১৯৪১-এর ৭ই আগষ্টের পর প্রকাশিত হয়েছে 'আত্মপচরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'মহাত্মাগান্ধী', 'বিশ্বভারতী', 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', সমবায়নীতি, ইতিহাস বুদ্ধদেব, খৃষ্ট, ছিন্নপত্রাবলী, পল্লীপ্রকৃতি, স্বদেশীসমাজ। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব প্রকাশিত কয়কেটি প্রবন্ধ ও রচনার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এগুলি হল—স্বদেশীসমাজ (১৯৬৩), পারস্যযাত্রী (১৯৬৩), সঙ্গীত চিন্তা (১৯৬৬), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৯৬৮), অরবিন্দ ঘোষ (১৯৭২) বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৭৭)।

আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি নিছক সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যমই নয়, কবির আত্মবিকাশের দলিল হয়ে উঠেছে, মননশীল আলোচনার প্রশস্ততায় রূপ নিয়েছে প্রবন্ধের।

তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়টি মনে হয় কিছুটা অনালোচিত অথচ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনিই বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। মননশীল বিষয়চারী গদ্যরচনায় তিনি সারা জীবনই অক্লান্তভাবে ছিলেন সকর্মক। বিদগ্ধ সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—সর্বত্র পড়েছে মহাকহিবর মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগভৈবব।.....এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ, এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।"

রবীন্দ্রপ্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। এত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনায়াস বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত, শব্দতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিমনের প্রতিফলনে দীপ্ত অসামান্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন, যা বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই সঙ্গে আরো আছে আত্মকথা, চিঠিপত্র, ভ্রমণকথা এবং কবিমনের মাধুরী মেশানো কিছু অসাধারণ গদ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যকে স্থূল বিষয়গত নির্দেশে শ্রেণীবিভক্ত করা দুরূহ। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রণীত গ্রন্থ তালিকায় রবীন্দ্রপ্রবন্ধকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল—জীবনকথা, জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণকথা, ধর্ম, শিক্ষা, পত্রাবলী, বিবিধ। বর্ণানুক্রমে সেগুলি এরূপ—

১। **জীবনকথা** ঃ অরবিন্দ ঘোষ, আত্মপরিচয়, খৃষ্ট, চারিত্রপূজা, ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি, বিদ্যাসাগর চরিত, বুদ্ধদেব, ভারতপথিক রামমেহান রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী।

২। **জাতীয় আদর্শ** ঃ কালান্তর, স্বদেশ, সভ্যতার সমকট।

৩। **ভাষা ও সাহিত্য** ঃ আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, বাংলাভাষা পরিচয়, লোকসাহিত্যে, শব্দতত্ত্ব, সাহিত্যে, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ।

৪। **শিক্ষা** ঃ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রাক্তনী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শিক্ষা।

৫। **ভ্রমণ কথা** ঃ জাপানযাত্রী, জাভাযাত্রীর পথে, পথের সঞ্চয়, পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি, পারস্যযাত্রী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি রাশিয়ার চিঠি।

৬। **ধর্ম** ঃ ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়।

৭। **বিজ্ঞান** ঃ বিশ্বপরিচয়।

৮। **পত্রাবলী** ঃ চিঠিপত্র (একাধিক খণ্ড), ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলী পথে ও পথের প্রান্তে, ভানুসিংহের পত্রাবলী।

৯। **বিবিধ** ঃ আলোচনা, ইতিহাস, কবির ভণিতা ছন্দ পঞ্চভূত, বিচিত্রপ্রবন্ধ, বিবিধ প্রসঙ্গ, সঙ্গীত চিন্তা, স্বদেশীসমাজ, সমবায় নীতি।

—আলোচনা থেকে বোঝা যায় গ্রন্থ নাম অনুযায়ী রবীন্দ্রপ্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টির মত এবং তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা আটশোর-ও বেশি। এই বিপুল সংখ্যা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যায়।

৪.৬ অনুশীলনী

১। সাধনা ও হিতবাদী পর্বের রবীন্দ্র ছোটগল্পের পরিচয় দিন।

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পে বাস্তবতা বনাম গীতিধর্মিতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। সবুজপত্রে যুগে রবীন্দ্র ছোটগল্পের রীতি প্রকৃতি বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করুন।

৪। রবীন্দ্র ছোটগল্পে অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগ কিভাবে শিল্পিত সুষমায় পরিবেশিত—তার পরিচয় দিন।

৫। রবীন্দ্রগল্পে প্রকৃতির ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করুন।
৬। রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীমনস্তত্ত্ব কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।
৭। লিপিকার কথিকাগুলিতে ছোটগল্পের অঙ্কুর কিভাবে বিকশিত হয়েছে, তার পরিচয় দিন।
৮। তিনসঙ্গীর গল্প তিনটিতে রীতি ও প্রকৃতিতে আধুনিকতা পূর্ণ প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে—বিচার করুন।
৯। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ নির্দেশ করুন।
১০। "পঞ্চভূত' প্রবন্ধসাহিত্য ধারায় অনন্য সংযোজন"—এ বিষয়ে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন।
১১। স্মৃতিকথামূলক গদ্যরচনার অনবদ্য প্রকাশ হিসাবে জীবনস্মৃতির মূল্যায়ন করুন।
১২। "কবি দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমিক ও অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর অসামান্য পত্রগুচ্ছ ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকাশিত"—মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরূপণ করুন।
১৩। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করুন।
১৪। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।
১৫। শিক্ষণ চিন্তার আলোকে রবীন্দ্রপ্রবন্ধের পরিচয় দিন।
১৬। রবীন্দ্রসাহিত্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথ (১৯১২), কাব্যপরিক্রমা (১৯১৪)
২. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রবিরশ্মি (১ম : ১৪০৫, ২য় : ১৪০৫)
৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫)
৪. নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪৩)
৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৮৪)
৬. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ (১৯৩৯), রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ (১৩৬২), রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৩৬২) রবীন্দ্র বিচিত্রা (১৩৬২), রবীন্দ্র সরণী (১৯৬৫)
৭. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড : (১৯৯৮)
৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড : ১৯৩৩, ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৬)
৯. প্রশান্তকুমার পাল : রবি-জীবনী (৭ম খণ্ড : ১৩৮৯, ১৩৯১, ১৩১৪, ১৩৯৫, ১৩৯৭, ১৩৯৯, ১৪০৪)
১০. ক্ষুদিরাম দাস : রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (১৯৯৬), চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৪০১), সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ (১৯৯০), রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার (১৯৮৪), চোদ্দশ' সাল ও চলমান রবি (১৯৯৪)
১১. ভূদেব চৌধুরী : রবীন্দ্র-উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে (১৯৮৪)
১২. শঙ্খ ঘোষ ' কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র-নাটক (১৯৯৫)
১৩. তপোব্রত ঘোষ : রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ (২০০১)
১৪. অমরেশ দাশ : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নব মূল্যায়ন (১৯৮৩)
১৫. সহদেব দে : রবন্দ্র-উপন্যাস-সমীক্ষা (১৯৭১)
১৬. মীনাক্ষী সিংহ (পুস্তকবিপণি)—রবীন্দ্র প্রবন্ধের রূপরেখা (২০০৩)
১৭. জ্যোতির্ময় ঘোষ—কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : তাঁর গল্প
১৮. রথীন্দ্রনাথ রায়—ছোটগল্পের কথা
১৯. ক্ষেত্র গুপ্ত (২০০২)—রবীন্দ্র গল্প : নারী বিদ্রোহিনী
২০. নন্দদুলাল বণিক—আত্মচরিতের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.